মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২২

বাংলাদেশে UNESCO-এর নবনিযুক্ত অফিসার-ইন-চার্জের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ বাংলাদেশে UNESCO এর নবনিযুক্ত অফিসার-ইন-চার্জ Susan Vize মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাকে স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের এবং ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিখা চির অম্লানে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র এবং জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ পরিদর্শন শেষে তিনি ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের এবং ট্রাস্টি মফিদুল হকের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং জাদুঘর পরিচালিত সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কার্যক্রমে UNESCO বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি মন্তব্য খাতায় লেখেন–

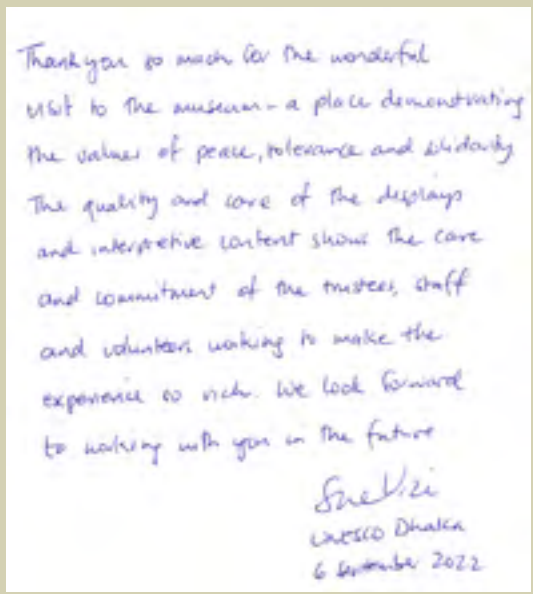

"Thank you so much for the wonderful visit to the museum - a place demonstrating the value of peace, tolerance and solidarity. The quality and lore of the displays and interpretive content shows the care and commitment of the trustees, staff and volunteers working to make the experience so rich. We look forward to working with you in the future."

Susan Vize
UNESCO Dhaka
6 September 2022

জাতীয় শোক দিবসের আয়োজন

তরুণদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদাৎ-বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৯ আগস্ট শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী : তরুণদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু' অনুষ্ঠানে তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এসব চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে একজন মুক্তিসংগ্রামী বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ জেল জীবনের ভিন্নধর্মী উপস্থাপনা, একজন রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর অবদান এবং একজন তরুণ ছাত্রনেতা বঙ্গবন্ধুর বেড়ে ওঠা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের-এর সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচনা সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন আলোকচিত্রী ও প্রামাণ্যচিত্রকার সাইফুল হক অমি। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র তিনটি হলো: '১৪ বছরের জেল জীবন', 'বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ও কুটনৈতিক অবদান' ও 'মুজিব আমার পিতা'।

অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তেব্যে সারা যাকের বলেন– "বাংলাদেশ হচ্ছে একটা নতুন প্রজন্মের দেশ। আমাদের আজকে সত্যি সত্যি ভাবতে হবে, আমরা নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে পারছি কিনা। যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। একটা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সবাইকে চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে পাঠ্যপুস্তক থেকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস মুছে দেয়া হয়েছে। পাকবাহিনীকে বলা হয়েছে হানাদার বাহিনী। এতো বড় একটা মগজ ধোলাইয়ের পর, আমরা কতটুকু বা নতুন প্রজন্মকে জানাতে ও তাদের তৈরি করতে পারছি, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে ইতিবাচক দিক হচ্ছে আজকে এখানে যে চলচ্চিত্রগুলো দেখবো সেগুলো এই নতুন প্রজন্মের নির্মিত।"

মূল আলোচকের বক্তব্যে সাইফুল হক অমি বলেন– "পনেরো আগস্টের সকল শহিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা বড় হয়েছি এমন একটা সময়ের ভিতর দিয়ে যেখানে 'বঙ্গবন্ধু' এক ভিলেনের নাম। এমন এক ভিলেন যাকে কোথাও খুঁজে পাবেন না। তিনি এমন এক গ্রীক উপকথার নায়ক যাকে খুঁজতে গেলে ইতিহাসের অনেক ভিতরে ঢুকতে হয়। তাঁকে দেখা যায় না। তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ জনেরা ও তাঁর দলের মানুষেরা শুধু তাঁর কথা বলে। কিন্তু বাইরে গিয়ে আপনি শুনবেন একদম উল্টো কথাটা। সেসময় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বলাটা ছিল বিপজ্জনক।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কেউ প্রতিবাদ করলো না, এরমধ্যে যে সত্যটা লুকায়িত আছে, কি সেই সত্য সেটা উদঘাটন করা খুব জরুরি। আজকে একটা অনুকূল পরিস্থিতিতে তরুণরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচ্চিত্র বানাচ্ছেন। এটা ভালো কথা। কিন্তু পাশাপাশি যেটা বলতে চাইছি– আমি

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর মাসিক বক্তৃতা সিরিজ শুরু

গত ১৭ই আগস্ট ২০২২ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে মাসিক বক্তৃতা সিরিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী দিনে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শিক্ষার্থী এবং কলকাতার বেহালা কলেজের সহকারী অধ্যাপক কুসুমিতা দত্ত 'এফিমেরা ইন লিটারেচার এন্ড লিটারেসি ওয়ার্কস অব আয়ারল্যান্ড এন্ড বাংলাদেশ: এ পিপলস্ ন্যারেটিভ অব মারটারডম' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিএসজিজে'র সমন্বয়ক ইমরান আজাদ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিএসজিজে'র পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব সারা যাকের। স্বাগত বক্তব্যে মফিদুল হক বাংলাদেশের গণহত্যার স্মৃতিচারণের পাশাপাশি মাসিক বক্তৃতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

কুসুমিতা দত্ত বলেন, 'এফিমেরা' শব্দটির অর্থ ক্ষণস্থায়ী, যা একবারের জন্য তৈরি হয় এবং এটি অতীতের বিষয় হলেও তা বর্তমান সময়ের জন্য গুরুত্ব বহন করে। তিনি বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে 'এফিমেরা' বিষয়ে ঐতিহাসিক তুলনা করেন এবং কবে থেকে 'এফিমেরা' দুই দেশের সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয় তা তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, দুটো দেশের ইতিহাসই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত এবং সেই সময়কালের সংগ্রাম থেকে আমরা বর্তমানে এক-দুইজনের নাম মনে রাখি। যার ফলে সংগ্রামের অন্যান্য শহিদের নাম আড়ালে পড়ে যায়। বর্তমান প্রজন্ম 'এফিমেরা'র মাধ্যমে ইতিহাসের হারিয়ে বা ভুলে যাওয়া শহিদ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী মানুষ সম্পর্কে অবগত হয়। কুসুমিতা দত্তের মতে 'এফিমেরা'র দুটো দিক আছে, প্রথমত: শহিদদের ব্যাক্তিগতভাবে জানা ও বোঝা এবং দ্বিতীয়ত: সংগ্রামে জড়িত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাক্তিদের অবদান তুলে ধরা। কুসুমিতা দত্ত তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের 'এফিমেরা'র পার্থক্য এবং উত্তরাধিকারের দিকটিও তুলে ধরেন।

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মোজাইক: ওয়ার্কশপ অন রিবিল্ডিং দ্য লাইভস্ অব সারভাইভরস্ আফটার কনফ্লিক্ট

গত ২০ আগস্ট ২০২২ এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস্ (আজার) এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) যৌথভাবে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করে, যেখানে যুদ্ধ বা সশস্ত্র আক্রমণ-পরবর্তী সমাজে বেঁচে যাওয়া ভুক্তভোগী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিশেষতঃ নারীদের এবং শিশুদের জীবন পুনর্নির্মাণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দিনব্যাপী এই কর্মশালাটি দুইটি পর্বে পরিচালিত হয়। প্রথম পর্বটি পরিচালনা করেন ইন্দোনেশিয়া ভিত্তিক সংগঠন এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস্-এর কর্মসূচি সহযোগী পিয়া কনরাডসেন। আর দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হয় মধ্যাহ্ন বিরতির পর, যেটি পরিচালনা করেন এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস্-এর বাংলাদেশি পরামর্শক লুৎফুন্নাহার সঞ্চি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের মোট ২৫জন নির্বাচিত শিক্ষার্থী উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালাটির শুরুতে পিয়া কনরাডসেন এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস্ সংগঠন নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক পরিচিতি পর্বের পর সকলকে চারটি দলে বিভক্ত করে প্রতি দলকে একটি করে মোজাইক টাইল, রং ও তুলি সরবরাহ করা হয় । অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করা হয় নিজেদের ইচ্ছেমতো তাদের সকলের ছোটবেলার সুন্দর স্মৃতিসমূহ রং-তুলির সাহায্যে মোজাইক টাইলে ফুটিয়ে তোলার জন্য। পরবর্তীতে প্রতিটি দল নিজেদের চিত্রকর্ম সম্বন্ধে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। দ্বিতীয় সেশনে লুৎফুন্নাহার সঞ্চি অংশগ্রহণকারীদের কাছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন এবং নানারকম সামাজিক অসঙ্গতি সম্বন্ধে তাদের মতামত জানতে চান এবং একটি মোড়ক আবৃত বস্তুকে

সেই অনুযায়ী ভাঙ্গতে বলেন। মোড়ক উন্মোচনের পর দেখা যায় যে অংশগ্রহণকারীরা আসলে নিজেদের চিত্রকর্মটিই ভেঙ্গেছেন। এই ঘটনাটিকে সঞ্চালক একটি রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, এই ভাঙ্গা চিত্রকর্মটি দ্বারা কীভাবে 'যুদ্ধ বা সশস্ত্র আক্রমণ/সংঘর্ষ' এবং 'মুহূর্তেই নিঃস্ব হয়ে যাওয়া শরণার্থীদের জীবনের ট্র্যাজেডি'র মধ্যে সাদৃশ্য চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

কর্মশালার শেষ পর্যায়ে এসে ভাঙ্গা টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে নতুন কিছু বানানোর প্রয়াসের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা একটি নতুন চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। শরণার্থীরা যুদ্ধ বা সংঘর্ষ পরবর্তী জীবন কীভাবে নতুন করে নির্মাণ করতে পারেন, সে সম্পর্কে একটি রূপক কিন্তু অর্থপূর্ণ শিক্ষা এই কার্যকলাপের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা লাভ করেন।

সম্পূর্ণ ভিন্নধারার এই কর্মশালাটির শেষ পর্যায়ে এসে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ সেন্টারের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন এবং কীভাবে গণহত্যা বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহীরা সেন্টারের কাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারেন, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। সবশেষে সেন্টারের পরিচালক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র প্রদান এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আনিকা জুলফিকার
গবেষণা সহকারী (খণ্ডকালীন), সিএসজিজে

সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস
একাদশ সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন এবং দ্বিতীয় মাসিক বক্তৃতা

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে একাদশ সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন এবং দ্বিতীয় মাসিক বক্তৃতা আয়োজন করা হয়। গণহত্যা এবং ন্যায়বিচার অধ্যয়ন বিষয়ক এই সার্টিফিকেট কোর্সটি কোভিডকালে ২০২০-২০২১ সালে চারবার অনলাইনে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এবার আবারো সশরীরে আয়োজন করা হয়েছে।

একাদশ সার্টিফিকেট কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'গণহত্যা ও ন্যায়বিচার: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' বিষয়ে দ্বিতীয় মাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক বিশেষ দূত এবং বাংলাদেশ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত ফেলো সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমান। তিনি আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন তৈরি করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে তার কাজের অভিজ্ঞতার বিষয়ে স্মৃতিচারণা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট সপরিবারে হত্যা করার পর দেশীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন রাজনীতির কারণে একাত্তরের গণহত্যার বিচারে আমাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং সর্বশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ২০১০ সাল থেকে আমারা বিচার কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছি। প্রশ্নোত্তর পর্ব দিয়ে দ্বিতীয় মাসিক বক্তৃতা সভার সমাপ্তি ঘটে। এরপর সার্টিফিকেট কোর্সের প্রথম সেশনের বক্তা ছিলেন সিএসজিজে'র পরিচালক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। তার বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিলো ১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতি এবং হারানো স্মৃতি ।

এবারের সার্টিফিকেট কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, অপরাধবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সমাজবিজ্ঞানসহ নানা বিভাগের সর্বমোট ৪৫জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

তাবাসুম নিগার ঐশী /মো: জাহিদ-উল ইসলাম
গবেষণা সহকারী (খণ্ডকালীন), সিএসজিজে

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শান্তি-শিক্ষা ও ন্যায়-বিচার পরিস্থিতি বিষয়ে সিএসজিজে'র আলোচনা

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের সহায়তায় সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিজ (সিএসজিজে) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ন্যায়-বিচার প্রাপ্তির বর্তমান পরিস্থিতি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিএসজিজে'র রোহিঙ্গা গণহত্যা বিষয়ক তরুণ গবেষকবৃন্দ, যারা ২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য কক্সবাজার ও ভাসানচরে বিভিন্ন সময়ে গিয়েছিলেন। আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের সহকারি অধ্যাপক (সোশিওলজি অব এডুকেশন বিভাগের) ড. এলিজাবেথ (লিজ) মাবের, সিএসজিজে'র পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং সিএসজিজে'র সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইমরান আজাদ। উল্লেখ থাকে যে, ড. লিজ ও ইমরান ২০১৯ সাল থেকে রোহিঙ্গা গণহত্যার নানাদিক নিয়ে যৌথ গবেষণায় সম্পৃক্ত আছেন এবং এই আলোচনা সভাটি চলমান যৌথ গবেষণা প্রকল্পের অংশ হিসাবে আয়োজন করা হয়। একুশজন আলোচক চারটি দলে ভাগ হয়ে প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এরপর তারা দলীয়ভাবে সকলের সামনে আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। এখানে তারা কক্সবাজার ও ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শান্তি-শিক্ষা ও ন্যায়বিচারের বিষয় নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং এই বিষয়গুলোতে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য নতুন চিন্তা-ধারণা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ড. লিজ ও ইমরান দলীয় পরিবেশনার আলোচনা বিষয়ে আদালাভাবে আলোকপাত করেন এবং সর্বশেষে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করা হয় ।

আনিকা জুলফিকার
গবেষণা সহকারী (খণ্ডকালীন), সিএসজিজে

আইকম-এর ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক

বিশ্বের জাদুঘরসমূহের সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মিউজিয়ামস-এর ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে ২২ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২২ অবধি। সম্মেলনে সারা বিশ্বের প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ছাড়াও আইকম বাংলাদেশের পাঁচ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নেন। জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামসহ দলের সদস্যরা বিভিন্ন প্লেনারি ও বিশেষজ্ঞ কমিটির সভায় যোগ দেন এবং কয়েকটি কমিটির সদস্য হিসেবেও নির্বাচিত হন। ICMEMO আয়োজিত 'Shifting Role of Museum in the Face of Crises' শীর্ষক দিনব্যাপী আলোচনা অধিবেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে ট্রাস্টি মফিদুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করেন।

সম্মেলনে ইতালির এমা নার্দিকে সভাপতি করে আইকমের নতুন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশের জাদুঘর কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদের সদস্যদের যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ভাববিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছিল তা' ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য ফলপ্রসূ হবে, এটা আশা করা যায়।

আইকম সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নড়াইল জেলা পরিক্রমণ

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের শহর নড়াইল জেলায় ২০১৫ সালের পর দ্বিতীয়বারের মত আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত নড়াইল জেলায় প্রান্তিক এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ১২-১৬ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত প্রাক-যোগাযোগ সম্পন্ন করে ১৭ আগস্ট লোহাগড়া উপজেলার শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান লোহাগড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়। এ জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ এস এম মহসিন হোসাইন, আবু হোসেন সরকার, সাংবাদিক এনামুল কবীর টুকু ও মো. শামীমূল ইসলাম টুলু প্রমুখ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেন।

বৃটিশ শাসনামলে যশোর অঞ্চলে নীলচাষ শুরু হয়, তারই ধারাবাহিকতায় নড়াইলের জমিদার রাম রতন রায় কুঠিয়ালদের সাথে পাল্লা দিয়ে একজন ইংরেজ ম্যানেজার নিয়োগ দিয়ে নীলচাষ শুরু করেন। ফলে নড়াইল অঞ্চলে অনেক নীলকুঠি ও নীল উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠে। তেভাগা আন্দোলনেও সক্রিয় ছিল নড়াইল। সৈয়দ নওশের আলী ছিলেন তেভাগা অন্দোলনের মুকুটহীন সম্রাট।

১৯৭১-এ মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাপ প্রাচীন এই মহকুমা শহরে ছড়িয়ে পড়লে খন্দকার আব্দুল হাফিজ, এখলাছ উদ্দিন আহমদ, সরদার আব্দুস সত্তার, মতিউর রহমান বাদশাসহ প্রমুখের সমন্বয়ে গড়ে তোলেন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। ৩ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দরা সিনেমা হলের সামনের মাঠে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও অনান্যদের সহযোগিতা নিয়ে মহকুমা প্রশাসক কমল সিদ্দিকী নড়াইল ট্রেজারি থেকে অস্ত্র দখলের নেতৃত্ব দেন। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনী নড়াইল শহরে প্রবেশ করলে নড়াইল চৌরাস্তায় পাকিস্তানি অনুগামী মুসলীমলীগের সদস্যরা স্বাগত জানান। পাকিস্তানি বাহিনী নির্যাতন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতেন ওয়াপদা অফিস, নড়াইল বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বর্তমানে নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) ও ডাক বাংলো (যা বর্তমানে জেলা পরিষদ ডাক বাংলো)। শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী নড়াইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবন দখল নিয়ে শান্তি কমিটির অফিস স্থাপন করেন। এ জেলার উল্ল্যেখযোগ্য গণকবর গুলো- পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ইটনা। জেলার উল্ল্যেখযোগ্য বধ্যভূমিগুলো- খেয়াঘাট বা জর্জকোট বধ্যভূমি, কালিয়া লঞ্চঘাট ও গাজীরহাট বধ্যভূমি। এ জেলার বৃহৎ বধ্যভূমি খেয়াঘাট বা জর্জকোট বধ্যভূমি। উল্ল্যেখযোগ্য বধ্যভূমিগুলো মধ্যে একমাত্র খেয়াঘাট বা জর্জকোট বধ্যভূমিতে শহীদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে স্মৃতি ফলক আর বাকীগুলোর স্থান আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়নি। নড়াইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে দুইটি বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়, যার মধ্যে অনুপ কুমার মন্ডলের 'গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ নড়াইল জেলা' আফরোজা পারভীনের 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস নড়াইল জেলা'। এছাড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক 'চিত্রার কোলে নড়াইল' এবং মহসিন হোসাইনের 'নড়াইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য' নামে বই প্রকাশিত হয়েছে। এ জেলায় মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য নূর মোহাম্মদ শেখ বীরশ্রেষ্ঠ, ২ জন বীর উত্তম, বীর বিক্রম ১ জন ও ৪ জন বীর প্রতীকসহ মোট ৮ জন খেতাবে ভূষিত হন। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ নড়াইল জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

মাঠ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রম দেখার জন্য ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, সারা যাকের-এর নেতৃত্বে ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) চন্দ্রজিৎ সিংহ, ব্যবস্থাপক (গবেষণা ও গ্রন্থাগার) ড. রেজিনা বেগম ও ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও প্রকাশনা) সত্যজিৎ রায় মজুমদারসহ চার সদস্যের ফলোআপ দল ২০ আগস্ট ২০২২ দিঘলিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তারা প্রধান শিক্ষক, অনান্য শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নড়াইল জেলায় প্রদর্শনীর সময় মুক্তিযোদ্ধা (সাংবাদিক) এনামুল কবীর টুকু ও দূর্গাপদ বিশ্বাসের কাছে জানা যায় বঙ্গবন্ধু সাংগঠনিক কাজে ১৯৫৪ সালে নড়াইল জেলায় আসেন এবং শহরতলীর নয়নপুর গ্রামে জনসভা করেন। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের প্রচারণায় মহকুমা শহর নড়াইল জেলায় বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন। নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নড়াইল সদরের প্রার্থী খন্দকার আব্দুল হাফিজের জনসভায় বঙ্গবন্ধু যোগ দেন।

যে সকল প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ: লোহাগড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, দিঘলিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, কাশীপুর অভয় চরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শিবশংকর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লাহুড়িয়া সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসা, বরাশোলা শিশু সদন কমপ্লেক্স ক্যাডেট ফাজিল মাদ্রাসা, বরাশোলা শিশু সদন কমপ্লেক্স ক্যাডেট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শাহাবাদ ইউনাইটেড একাডেমী, মনোরঞ্জন কাপুড়িয়া কলেজ, গোবরা পার্বতী বিদ্যাপীঠ, চাঁচুড়ী পুরুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চাঁচড়া নফেল উদ্দিন বিশ্বাস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গুয়াখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোবরা মিত্র কলেজ, মাকড়াইল কে কে এস ইনস্টিটিউশন, শাহাবাদ মাজীদিয়া কামিল মাদ্রাসা, শাহাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মির্জাপুর হাজীবাড়ি দাখিল মাদ্রাসা, নড়াইল কালেক্টরেট স্কুল ও নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ। এ জেলায় ২৬ দিনে ১৮ কার্য দিবসে ২৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৮০৪৪ জন শিক্ষার্থী ও ৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি উন্মুক্ত প্রদর্শনীসহ ২৯৫৯৩ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ, কর্মসূচি কর্মকর্তা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ভারতেশ্বরী হোমস্-এর শিক্ষাসফর

আগস্ট মাস। বেদনা বিধুর এই মাসকে স্মরণ করে ভারতেশ্বরী হোমস্-এর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা শিক্ষা সফরে আসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা পরিবেশন করে 'তুমি বাংলার ধ্রুবতারা/ তুমি হৃদয়ের বাতিঘর' শিরোনামে একটি গীতি আলেখ্য।

শুরুতে শিক্ষা সফরে আসা ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। তিনি বলেন '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা আমাদের ভাবনায়-চিন্তায়-সংগ্রামে-আত্মত্যাগে অর্জন করেছি স্বাধীনতা। এখন নতুন প্রজন্ম তোমরা তোমাদের চিন্তা-চেতনা-দেশাত্মবোধ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশটিকে। গড়ে তুলবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

ছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারি ঘুরে দেখে, আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত, প্রশিক্ষিত পাকিস্তান বাহিনীর সাথে এবং দেশের ভেতরে দেশীয় শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা কত কঠিন ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঙালি সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে জিতে নিয়েছে এই দেশটিকে। এ ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস।

এরপর ছাত্রছত্রীদের জন্য একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে ছাত্রীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে আমরা যেন সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমাদের বারবার আসা প্রয়োজন। দিনরাত শ্রম ও মেধা দিয়ে যাঁরা তিল তিল করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়ে তুলেছেন তাদের প্রতি ছাত্ররা অশেষ কৃতজ্ঞতা জানায়।

হেনা সুলতানা

শিক্ষা-কর্মসূচি ফলোআপ

২০ সেপ্টেম্বর ভোর। ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকেরের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ৫ সদস্যের দল যাচ্ছে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে, উদ্দেশ্য ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচির ফলোআপ। দলের সদস্য ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) চন্দ্রজিৎ সিংহ, ব্যবস্থাপক (গবেষণা ও গ্রন্থাগার) ড. রেজিনা বেগম ও ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও প্রকাশনা) সত্যজিৎ রায় মজুমদার। নড়াইল যাওয়ার পথ এখন অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে পদ্মা সেতুর কারণে। বেলা ১১টা নাগাদ জাদুঘরের দল পৌঁছে যায় দিঘলিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে। দিঘলিয়া কয়েকদিন আগে প্রত্যক্ষ করেছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত সাম্প্রদায়িক বর্বরতা। যে ঘটনায় বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক দিলিপ কুমার সাহার বাড়িও আক্রান্ত হয়েছিল, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন বিদ্যালয়ের অপর একজন শিক্ষক। এমন পরিবেশে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনী তাদের মনে কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করে। প্রমাণ মিলল ঢাকা থেকে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সদস্যদের গাড়ি বিদ্যালয়ে পৌঁছান-মাত্র। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রোগাম অফিসার রঞ্জন কুমার সিংহের সাথে প্রধান শিক্ষক দিলিপ কুমার সাহা গেটের বাইরে অতিথিদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। শিক্ষার্থীরা গেটের ভেতরে দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। প্রধান শিক্ষক ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিবকে জানালেন শিক্ষার্থীরা তাকে গার্ড অব অনার দিতে চাচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা গার্ড অব অনার প্রদান করে। প্রধান শিক্ষকের কক্ষে শিক্ষকবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ নজরুল ইসলাম বাদশাসহ এলাকার প্রবীণ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছেন। পরিচয় পর্ব শেষে পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে ট্রাস্টি ও সদস্য -সচিব সারা যাকের প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করেন। মুক্তিযোদ্ধা শেখ নজরুল ইসলাম বাদশা যুদ্ধকালে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনান। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অনুসারে ভাগ করে অডিটোরিয়ামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হচ্ছে, প্রামাণ্যচিত্র দেখে তারা জাদুঘরের প্রদর্শনী দেখবে। এই ফাঁকে ক্লাস এইট, নাইন, টেনের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সেকশনকে কয়েকটি শ্রেণিকক্ষে জড়ো করা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সদস্যরা তাদের সাথে মতবিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকভাবে কিছুটা সংকোচ বোধ করলেও দ্রুতই তাদেরকে সহজ করে নেন সারা যাকের, তিনি শিক্ষার্থীদের বোঝালেন মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছিল সবার জন্য, দেশটাও সবার, সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের। সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদেরই ভাবতে হবে দেশটা কেমন করে ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীরা কথা দেয় তারা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা শুনে লিখে পাঠাবে তাদের নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের মাধ্যমে। মতবিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীরা কখনও আবৃত্তি করে বিদ্রোহী কবির কবিতা, কখনো গেয়ে ওঠে 'তুমি বাংলার ধ্রুবতারা' কখনও বা হালের জনপ্রিয় গান 'সাদা-কালা'।

চারপাশে নানান প্রতিকূলতা থাকবে, তা অতিক্রম করে পরবর্তী প্রজন্ম গড়বে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত দেশ, যুক্ত হবে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চায়, এই বিশ্বাস নিয়েই ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কাজে প্রতিটি বিদ্যালয় এবং শিক্ষকবৃন্দ এর শক্তি। এই শক্তির উপর আস্থা রেখে ভবিষ্যতেও জাদুঘর এগিয়ে চলবে।

তরুণদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত প্রায় একযুগ সময় ধরে আলোকচিত্র পড়াই। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর আমি আমার কোন শিক্ষার্থীকে দেখি নাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছে। তারা কাজ করেছে গান্ধীজিকে নিয়ে, দেশভাগ নিয়ে, ইতিহাসের নানা উপাদান নিয়ে। কি ঘটেছিল একটা জাতির জীবনে, যে তারা ভাবলো না এই নায়ককে পুনরুদ্ধার করা দরকার। আমার কাছে উত্তর আছে কিন্তু আমি প্রশ্ন তুলতে চাই। আমাদের ইতিহাসকে সংরক্ষণ করার জন্য জাদুঘর অতীতের দিকে তাকিয়ে বর্তমানের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ভবিষ্যতের জন্য।

এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত অনেক কিছু করা যায়নি। বঙ্গবন্ধু যদি শুধু আওয়ামী লীগের নেতা হয়ে থাকেন সেটা জাতির ইতিহাসের জন্য একটা দুর্ভাগ্য হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধু কী সার্বজনীনভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতা হয়ে উঠতে পারছেন। অথচ এই মানুষটা না জন্মালে বাংলাদেশ জন্মাতো না। তিনি ইতিহাসের সেই নায়ক যাকে জন্ম দিয়েছিল তাঁর সময় এবং তিনিও এক নতুন সময়ের জন্ম দিয়েছিলেন বাঙালি জাতির জীবনে। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন বাঙালি জাতির পিতা। আমি আশা করবো আজকের তরুণ চলচ্চিত্রকারগণ বঙ্গবন্ধুকে নতুনভাবে হাজির করবেন।" এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন, '১৪ বছরের জেল জীবন' নির্মাতা আরেফিন আহমেদ, 'বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ও কুটনৈতিক অবদান' নির্মাতা জান্নাতুল ফেরদৌস আইভী এবং 'মুজিব আমার পিতা' নির্মাতা সোহেল মোহাম্মদ রানা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

শরীফ রেজা মাহমুদ

'এফিমেরা' বিষয়ে কুসুমিতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'এফিমেরা'র গুরুত্ব উল্লেখ করে কুসুমিতা দত্ত তার বক্তৃতা শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ অংশে প্রশ্নোত্তর পর্বে 'এফিমেরা' বিষয়টি সম্পর্কে উপস্থিত শ্রোতারা উন্মুক্ত আলোচনা করার সুযোগ পান।

গণহত্যা, নৃশংসতা, অপরাধ প্রতিরোধ, স্মৃতি-চারণ, শান্তি ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিষয়ে বক্তৃতা ও উন্মুক্ত আলোচনার জন্য এখন থেকে প্রতি মাসে এই বক্তৃতা সিরিজের আয়োজন করা হবে।

তাবাসসুম নিগার ঐশী/মো. জাহিদ-উল ইসলাম
গবেষণা সহকারী (খণ্ডকালীন), সিএসজিজে

নড়াইল জেলার কিছু স্মৃতিময় স্থান

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের জেলা নড়াইল-এ দ্বিতীয় বারের মত আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নবীন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছে। নড়াইল জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নবীন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার সময় স্থানীয়দের কাছ থেকে নড়াইল জেলায় বঙ্গবন্ধুর আগমন ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থানের তথ্য জানা যায়। সংগৃহীত স্মৃতিময় স্থানের কিছু তথ্য-

নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় : এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনী যশোর হয়ে নড়াইল শহরে প্রবেশ করে দখল নেয়। পাকিস্তানি বাহিনী শহর নিয়ন্ত্রণে নিলে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিরা তাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসে। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার মিলে নড়াইল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। এখানে আশে পাশের নিরীহ মুক্তিকামী ও শরণার্থীদের ধরে এনে পাশাবিক নির্যাতন করত। এই বিদ্যালয়টি জেলার অন্যতম নির্যাতন কেন্দ্র ছিল।

নড়াইল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন : ১৩ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী নড়াইল শহরে প্রবেশ করে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিদের নিয়ে শান্তি কমিটি ও রাজাকার দল গঠন করে এবং রাজাকার দলের নেতৃত্ব দেন মওলানা মো. সোলাইমান। মওলানা সোলাইমানের নেতৃত্বে রাজাকার দল নড়াইল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবন দখল নিয়ে শান্তি কমিটির অফিস স্থাপন করে। পরবর্তীতে রাজাকারদল বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ লোকদের ধরে এনে এখানে নির্যাতন করত। এছাড়া আশেপাশের যুবতী মেয়েদের ধরে এনে পাশাবিক নির্যাতন করা হত। বর্তমানে বিদ্যালয়ের এই ভবনটির অবস্থান নড়াইল পৌরসভার বিপরীতে।

জেলা পরিষদ ডাক বাংলো : পাকিস্তানি বাহিনী নড়াইল শহর দখল নিয়ে ডাক বাংলোয় ক্যাম্প স্থাপন করে। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনীর অনুগত রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকজন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিরিহ লোকদের ধরে নিয়ে আসতো এবং নির্যাতন করা হতো। পরবর্তীতে নির্যাতিতদের গলাকেটে হত্যা করা হত। নড়াইল জেলার বৃহৎ নির্যাতন কেন্দ্র এই জেলা পরিষদ ডাক বাংলো।

ওয়াপদা অফিস : ওয়াপদা অফিসটি ছিল পাকিস্তানি অফিসারদের বাসস্থান ও প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র। এখানে তাদের দোসরদের সহায়তায় বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ মুক্তিকামী জনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে নির্যাতন করত। নির্যাতিতদের হত্যা করে ওয়াপদা অফিসের উত্তর পাশে মাটিচাপা দেয়া হতো। বর্তমানে ওয়াপদা ভবনটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসাবে পরিচিত।

খেয়াঘাট বা জজকোর্ট বধ্যভূমি : নড়াইল জজকোর্টের পাশে খেয়াঘাট এলাকায় বধ্যভূমিটি অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস কুখ্যাত রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা সোলাইমানের নির্দেশে এখানে মুক্তিকামী জনতা ও নিরীহ লোকদের জবাই করে হত্যা করা হতো। মওলানা সোলাইমান নির্যাতন ক্যাম্প থেকে 'রিলিজ ফরএভার' লিখে তালিকায় লাল দাগ দিত এবং তাদেরকে প্রতি রাতে নদীর পাশে ও লঞ্চঘাটে নিয়ে গুলি ও গলাকেটে হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিত। এ জেলার বৃহৎ বধ্যভূমি খেয়াঘাট বা জজকোর্ট বধ্যভূমি। বর্তমানে নাম না জানা সেই সকল শহীদের স্মরণে স্থানীয় প্রসাশনের উদ্যোগে বধ্যভূমিতে স্মৃতি ফলক নির্মাণ করা হয়েছে।

কালিয়া সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় : শহরের মত পাকিস্তানি বাহিনী কালিয়াতে *কালিয়া পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে* ক্যাম্প স্থাপন করে। পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়টি ছিল কালিয়া থানার প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পাকিস্তানীদের দোসর রাজাকার বাদশা, শেখ খলিলুর রহমান, গাজী আব্দুল লতিফ প্রমুখরা নিরীহ মুক্তিকামী জনতা ও শরণার্থীদের ধরে এনে পাশাবিক নির্যাতন করত।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনী বিষয়ক প্রাক-যোগাযোগ সময়ে সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা এনামুল কবির টুকুর কাছ থেকে জানা যায় ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু সাংগঠনিক কাজে নড়াইল আসেন এবং নয়নপুর গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জনসভায় যোগ দেন। বিস্তারিত জানা যায় নয়নপুর গ্রামের বৃদ্ধ দূর্গাপদ বিশ্বাসের কাছ থেকে। সে সময় তিনি নড়াইল চৌরাস্তায় দর্জির কাজ করতেন। বঙ্গবন্ধু যে দিন নড়াইল এসেছিলেন দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার এবং রূপগঞ্জের হাটবার। বঙ্গবন্ধু রূপগঞ্জ লঞ্চঘাট এলাকায় পৌঁছালে মুসলীম লীগ সমর্থকদের বাধার মুখে জনসভা করতে পারেননি। সেদিন তিনি রাত্রী যাপন করেন নিরাপদ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে। পরদিন শুক্রবার সকাল বেলা দূর্গাপদ বিশ্বাস নয়নপুর থেকে শহরে এসে বঙ্গবন্ধুর সফর সঙ্গীসহ সবাইকে নয়নপুর গ্রামে নিয়ে যান। দূর্গাপদ বিশ্বাস গ্রামের রতিকান্ত বিশ্বাস ও মোদাচ্ছের মুন্সির সহযোগিতায় আশ পাশের লোকজনদের একত্রিত করে নয়নপুর প্রাইমারি স্কুল মাঠে জনসভার আয়োজন করে। জনসভা শেষে বঙ্গবন্ধু নয়নপুর থেকে নড়াইল শহরের দিকে ফিরে যান।

মন্তব্য খাতা থেকে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনে প্রতিদিন আসেন দর্শনার্থীরা। মন্তব্য খাতায় লেখেন তাদের অনুভূতির কথা। কয়েকটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো :

আমরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। আজ বিদ্যালয় ছুটির পর এই জল্লাদখানায় এসেছি। এখানে সংরক্ষিত জিনিসগুলো শহিদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে।

শ্রাবন, ইফাত, মারুফ, রিফাত, নিলয়, নাবিল ও নাফিজ
৪ আগস্ট ২০২২

আমরা পিরোজপুর থেকে এখানে এসেছি। এখানে এসে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম। ঐতিহাসিক ঘটনার কথা পড়ার পর আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি। শহিদদের ব্যবহৃত জিনিসগুলো দেখে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জেগে উঠলো। এখানকার পরিবেশটা খুবই ভালো লাগলো। আমাদের বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে আমাদের অতিপরিচিত দুটি বধ্যভূমি হচ্ছে সোহাগদল বধ্যভূমি ও দেহারি বধ্যভূমি।

জাহিদ হোসেন, পিরোজপুর
৫ আগস্ট ২০২২

আমি মো. হাবিব। উত্তর বঙ্গে আমার বাড়ি। ঢাকার মিরপুরে মামার বাসায় ঘুরতে এসেছি। মামার সাথে আজ বিকেলে মিরপুরে এই জল্লাদখানায় এসেছি। এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে কেননা এখানে আসার আগে আমরা কেবল বইয়ের পাতায় আমাদের দেশের বিভিন্ন বধ্যভূমির কথা পড়েছি, আজ নিজের চোখে এখানে সবকিছু দেখতে পেয়ে সত্যিই অনেক

ভালো লাগছে। সর্বোপরি বলতে চাই এই জল্লাদখানা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং এ জল্লাদখানাসহ আমাদের দেশে যতগুলো বধ্যভূমি আছে সেগুলো সংরক্ষণ করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

মো. হাবিব
১৩ আগস্ট ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবেষ চন্দ্র সান্যাল

আমাদের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের রতনকান্দি গ্রামে। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ তারিখে ঢাকা ও অন্যান্য শহরের চাকুরি করা মানুষ গ্রামে আসা শুরু করলে আমরা জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমাদের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে-সহ আমরা বাইশজন ২৩ জুলাই একটা নৌকা যোগে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সুজা নগরের সাতবাড়িয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর আমাদের নামিয়ে দেয়া হলো। আমরা সেদিন পদ্মা নদী পাড়ি দিতে পারলাম না। আমাদেরকে জানান হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও রাজাকারেরা স্পিডবোর্ড দিয়ে নদীতে টহল দিচ্ছে, তাই দিনের বেলা নদী পাড়ি দেয়া নিরাপদ নয়। সুজা নগরে এক আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে উঠলাম, তারপর সন্ধ্যা সাতটার দিকে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে কুষ্টিয়ার এক গ্রামে উঠলাম। ওখানে প্রথমে আমাদের আম মুড়ি খেতে দিলো, তারপর ভাত রান্না হলো। খেতে খেতে জানলাম, পাশেই আর্মি ক্যাম্প। এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা নিরাপদ নয়। রাত দুইটায় আমরা পায়ে হেঁটে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সে রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বিদ্যুৎ চমকের আলোতে আমরা পথ চলছিলাম। এরমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আব্দুর রহমান সাহেব কাহিল হয়ে পড়লেন। পরে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হলো। এভাবে সকাল নাগাদ আমরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের নদীয়া জেলার জলঙ্গি নামক স্থানে পৌঁছালাম। সেখানে ভারত সরকারের রিসিভশন ক্যাম্প ছিল। আমরা নিজেদের কাছে থাকা টাকাপয়সা রুপি করে নিলাম। ক্যাম্পে নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে আমাদেরকে বাস যোগে নিয়ে যাওয়া হয় মালদায়। সেখানে কাঁঠাল মুড়ি খেয়ে আমরা আবার বাসে উঠলাম। আমাদেরকে বাসে তুলে দিয়ে আব্দুর রহমান সাহেব চলে গেলেন কলকায় বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরে। অন্যদিকে আমাদের বাস গিয়ে পৌঁছলো বালুর ঘাটের কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। তখন রাত আটটা বাজে প্রায়। ওখানে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। পরের দিন সকালে রিক্রুট টিম আসলো। বয়স কম থাকার কারণে আমাকে ভর্তি করা হলো না। পরে আমি মন খারাপ করে চলে গেলাম এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সবাই বললো শরণার্থী ক্যাম্পে নাম উঠিয়ে রেশনের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু আমার মন সায় দিল না। আমি দু-তিন দিন আত্মীয় বাড়ি থেকে কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ফিরলাম। সেখান থেকে একটা প্রত্যয়নপত্র নিয়ে আমি দেশে ফিরে আসলাম মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রুপে কাজ করবো বলে। কিন্তু ফেরার পথে পাঁচবিবি নামক এলাকায় আসার পর এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে জানালেন সামনে আর্মির চেকপোস্ট। ওরা যদি তোমাকে ভারতের জামাকাপড় দেখে বুঝে ফেলে তুমি ভারত থেকে আসছো তবে মেরে ফেলবে। এই শুনে ভয় পেয়ে আমি আবার কামারপাড়া ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমার বন্ধু রতন কুমার দাস আমাকে বেড়া-সাথিয়ার এমএনএ অধ্যাপক আবু সায়ীদের কাছে নিয়ে গেল। তিনি আমার রিক্রুটের ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর আমাকে কুরমাইল, মালঞ্চ ও অতিরাম ক্যাম্প ঘুরিয়ে চারদিন পর নিয়ে যাওয়া হলো শিলিগুড়ি পানিঘাটা হায়ার ট্রেনিং ক্যাম্পে। একুশ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে সাত নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর তরঙ্গপুরে আনা হলো। দশজনের গ্রুপ করা হলো। আমাদের কমান্ডার ছিলেন বেলকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের এম এ মান্নান। শাহজাদপুরের রবীন্দ্রনাথ বাগচী ডেপুটি কমান্ডার। তরঙ্গপুরে আমাদের শপথগ্রহণ করানো হলো। তারপর অস্ত্র, গোলাবারুদ, রেশনিং মানি ও পকেট মানি নিয়ে আমরা মাইনকার চর হয়ে রৌমারী মুক্তাঞ্চলে চলে এলাম। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে সিরাজগঞ্জ এলাম। আমরা অনেকগুলো গেরিলা আক্রমণে অংশ নিলাম। আমরা বানিয়াগাতিতে সেল্টার নিয়ে ৩ নভেম্বর রাত বারোটায় বেলকুচি থানা আক্রমণ করলাম। এক ঘন্টাব্যাপি যুদ্ধ শেষে শত্রুদের পরাজিত করলাম। পরদিন সকালে আমরা এলাকাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়ালাম। পরে ৯ নভেম্বর কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনের শত্রুক্যাম্পে আক্রমণ করি। এরপর কল্যাণপুর নামক স্থানে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়। এখানেও ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ করার পর শত্রুরা পিছপা হতে বাধ্য হলো। এরপর দৌলতপুর ও বিভিন্ন জায়গা হয়ে সৈয়দপুর নামক গ্রামে থাকাকালীন ২৫ নভেম্বর যুদ্ধে পাকবাহিনীকে পরাজিত করলাম। এই যুদ্ধে সহযোদ্ধা আব্দুল খালেক শহিদ হন। ৯ ডিসেম্বর আমার নিজের গ্রাম রতনকান্দিতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ালাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : **শরীফ রেজা মাহমুদ**
শ্রুতি দৃশ্য কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

Field Trip to the Liberation War Museum

More than 650 students from United International University (UIU), Bangladesh, visited the Liberation War Museum at Agargaon, Dhaka on the first and second week of September. The students from

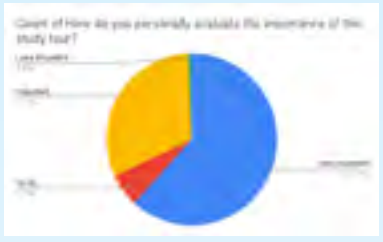

the Department of Computer Science and Engineering and Department of Electrical & Electronics Engineering taking the "History of the Emergence of Bangladesh" course participated in this tour. In total 17 sections visited the museum in 08 groups. The tour was organized by the Department of Environment and Development Studies in collaboration with the Liberation War Museum authority. The Liberation War Museum authority organized an introductory lecture and a documentary show at the beginning of the program for each groups. After that, the students visited the galleries to witness the historic treasures from the most important event of the country's history. The program ended with a quiz. The Liberation War Museum authority awarded prizes to the students who scored highest in the quiz. This study tour provided a unique opportunity to the students to gain fast hand

knowledge about the history of the emergence of Bangladesh of Bangladesh. After the field tour, the students were asked to provide their feedback on-

line. In total 128 students from three sections participated in this feedback survey. Based on the feedback, we found that majority enjoyed the gallery visit and documentary show. However, many suggested that it would be much better if museum authority provide guided tour in each galleries. Students were asked to rate (out of 5) their overall experience about this study tour at the liberation war museum; 44.5% students gave 5 and 43.8% students gave 4. They were also asked if they enjoyed the trip (91.4% rate 4 & 5) and they could learn new things from this study tour (85.1% rate 4 & 5), we received very positive feedback.

Dr. Santanu Kumar Shaha

ভুলি নাই শহিদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

শহিদ রোকনুজ্জামান ভুইয়া এম এস সি

রোকনুজ্জামান ভুইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এম.এম.সি পাশ করেন এবং লেকচারার হিসেবে চাকুরিতে নিয়োগ পান। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি চাকুরিতে যোগ না দিয়ে কিশোরগঞ্জের নিজ গ্রামের বাড়ি ফিরে যান। তাঁর বাড়ি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়কেন্দ্র। তিনি এবং তাঁর পরিবার মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

দাতা: রোকেয়া বেগম

জাতিসংঘের অফিস অন জেনোসাইড প্রিভেনশন-এর শিক্ষামূলক কর্মপরিকল্পনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যোগদান

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের অফিস অন জেনোসাইড প্রিভেনশন সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের জন্য গণহত্যা ও নৃশংস অপরাধ প্রতিরোধে কারিকুলাম ও ম্যানুয়াল প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১২ সপ্তাহব্যাপী পরিচালিত এই কোর্সের বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হককে যোগদানের জন্য জাতিসংঘ দপ্তর আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অনলাইনে পরিচালিত এই সভায় আরো যোগদান করবে এশিয়া-প্যাসিফিক সেন্টার ফর দ্য রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট, গাজা মাদা ইউনিভার্সিটি (ইন্দোনেশিয়া) এবং চুলালংকর্ন ইউনিভার্সিটি (থাইল্যান্ড)। আশা করা যায় চারটি মডিউলে বিভক্ত ১২ সপ্তাহব্যাপী এই কোর্স এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নতুন প্রজন্মকে গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতন করতে সহায়ক হবে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের জন্য ফলপ্রসূ হবে।

২১ সেপ্টেম্বর কানাডার ম্যানিটোবায় অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে গণহত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

কানাডায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনের সহায়তা এবং বঙ্গবন্ধু সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ (বিসিবিএস), কানাডা; কনফ্লিক্ট এন্ড রেজিলিয়েন্স রিসার্চ ইন্সটিটিউট (সিআরআরআই), কানাডা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে "স্মরণ ও স্বীকৃতি: ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যা"- শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনের মূল আয়োজন এবং বিভিন্ন প্যানেল আলোচনা ম্যানিটোবায় অবস্থিত কানাডিয়ান মিউজিয়াম ফর হিউম্যান রাইটসের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। কানাডা ও আমেরিকার খ্যাতমান বিশেষজ্ঞরা দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বাংলাদেশের গণহত্যার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করবেন এবং এর স্বীকৃতির গুরুত্ব মেলে ধরবেন। অনলাইনে পুরো সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা থেকে সম্মেলন শুরু হবে। অনলাইনে সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে: https://tinyurl.com/3ub5k2j7। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে সশরীরে উপস্থিত থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা যাবে ।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঘৃণাত্মক বক্তব্য উষ্কানি এবং বৈষম্য প্রতিরোধে কর্মশালা

'ঘৃণাত্মক বক্তব্য, উষ্কানি এবং বৈষম্য প্রতিরোধ : এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বৈচিত্র্যের প্রতি সহনশীলতা এবং সম্মান প্রচারের শিক্ষা' বিষয়ে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয় একটি হাইব্রিড কর্মশালা। এই কর্মশালায় সশরীরে উপস্থিত ছিলেন Global Action Against Mass Atrocity Crimes (GAAMAC)-এর এশিয়া প্যাসিফিক ওয়ার্কিং গ্রুপের সহ-প্রধান সহযোগী অধ্যাপক সিসিলিয়া জ্যাকব এবং থাইল্যান্ডের চুলালংকর্ন

সিসিলিয়া জ্যাকব

বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ভানুভাত্রা জিটিয়াংসহ আরও অনেকে। এ ছাড়াও অনলাইনে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগ্রহী গবেষকরা আলোচনায় অংশ নেন।

কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য ছিল GAAMAC-রিপোর্ট যেখানে মায়ান-

ড. ভানুভাত্রা জিটিয়াং

মার, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত এবং পাকিস্তান থেকে কেস স্টাডিজ বিশ্লেষণ করা হয়। উক্ত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ঘৃণাত্মক বক্তব্য এবং উষ্কানির সূচনা, বৈশিষ্ট্য, ধরন বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং কীভাবে ঘৃণাত্মক ও উষ্কানিমূলক বক্তব্য সফলভাবে নির্মূল করা যায় সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

মিয়ানমারের কেস স্টাডি সম্পর্কিত গবেষক ড. নোয়েল এম মোরাডা-এর মতে, দেশটিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি কুসংস্কার বিদ্যমান থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে। ফলে মায়ানমারে ঘৃণাত্মক বক্তব্য ও উষ্কানি একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও সামরিক বাহিনীর উপর বেসামরিক নিয়ন্ত্রণের অভাব, সরকারি উদ্যোগ ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতি এবং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের অভ্যুত্থান দেশটিতে ঘৃণাত্মক বক্তব্য ও উষ্কানির মাত্রা সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি করেছে।

আলিফ সাত্রিয়া আলোচনা করেন ইন্দোনেশিয়ার কেস স্টাডি নিয়ে যেখানে ঘৃণাত্মক বক্তব্য নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি সাম্প্রতিক ঘটনা তুলে ধরেন। আহমাদিয়া (২০০৫-২০১১), শিয়া মুসলিম (২০০৬-২০১২) এবং জাকার্তার চীনা-খ্রিস্টান গভর্নর আহকের (২০১৬-২০১৭) বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্যের প্রচারণা।

ফিলিপাইনের ঘৃণাত্মক বক্তব্য ও উষ্কানিমূলক দুটি ঘটনা পর্যালোচনা করে গবেষকরা বলেন, যদিও অতীতে ফিলিপাইনে ঘৃণাত্মক বক্তব্য বিরাজমান ছিল, তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এই সংকটে নতুন মাত্রা যোগ করে।

সহযোগী অধ্যাপক সিসিলিয়া জ্যাকবের মতে, ভারতে ঘৃণাত্মক বক্তব্য এবং সহিংসতার মাত্রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তার দল বিজেপি ক্ষমতা লাভের পর সার্বিকভাবে বেড়ে যায়। এ জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন– ফেসবুক এবং টুইটার সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্য ছড়িয়ে দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তানে ঘৃণাত্মক বক্তব্যের গবেষক হাতিজাহ রাশিদ বলেন, নির্বাচনী সুবিধা পেতে এবং স্থানীয় চরমপন্থী ইসলামিক দলগুলোকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সরকার ধর্মের রাজনীতিকরণ করে। ফলশ্রুতিতে সমাজে সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্য ও বৈষম্যমূলক আচরণ বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলাদেশ

ড. নোয়েল এম মোরাডা

থেকে এই উদ্যোগে অংশ নেন সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের পক্ষে মফিদুল হক, ইমরান আজাদ, তাবাসসুম ইসলাম তামান্না, নুসাইবা জাহান, মেহজাবীন নাজরানা। পরিশেষে একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে কর্মশালাটির সমাপ্তি ঘটে।

মেহজাবীন নাজরানা
গবেষণা সহকারী (খণ্ডকালীন)
সিএসজিজে

আমেরিকায় লিডারশিপ প্রোগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল

২৩ জুলাই ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মকর্তা আমেনা খাতুনসহ বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস মনোনীত পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্রের International Visitors Leadership Program (IVLP)-এ যোগদান করেন। সদস্যরা হলেন:

উ অং ছাইন মারমা (মিল্টন)- সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সিনেসিস আইটি, মালিহা নার্গিস আহমেদ, অধ্যাপক,আর্কিওলজি ও মিউজিয়াম স্টাডিজ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খন্দকার মাহফুজ আলম (সুমন)- সহকারী স্থপতি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, এলিজা বিনতে এলাহি, পর্যটক ও খণ্ডকালীন শিক্ষক, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া এবং আমেনা খাতুন, কিউরেটর, আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্টার্ড কালচারাল

ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এর কালেকশন ম্যানেজার টিফানি এদ্রেইন-এর সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল

ভিসতা'র সৌজন্যে ২৪ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত 'ডিজিটাল যুগে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্মৃতি সংরক্ষণ : বাংলাদেশের জন্য একটি একক প্রকল্প' শীর্ষক প্রতিপাদ্যের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য চারটি শহরে বিশেষ চারটি থিমের উপর নিম্নোক্ত কার্যক্রম হয়। অধিবেশন দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল:

পরিচালিত হয়:

২৩ থেকে ২৯ জুলাই ওয়াশিংটন ডিসিতে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল সরকারের ভূমিকা' এবং 'দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য ফেডারেল পন্থা'।

২৯ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট ইন্ডিয়ানোপলিস, ইন্ডিয়ানাতে 'জাদুঘর সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং ডিজিটালাইজেশনে নতুন প্রযুক্তির সহায়তা'।

৩ থেকে ৯ আগস্ট আইওয়াতে 'জাদুঘর ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বর্তমান এবং নতুন কৌশল, পদ্ধতি, প্রযুক্তি, এবং পর্যটন ও স্থানীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি প্রচারে জাদুঘর ও স্থানীয় সমাজের ভূমিকা' এবং ৯ থেকে ১২ আগস্ট শার্লটসভিলে, ভার্জিনিয়ায় 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট পরিদর্শন: ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহের প্রচার, সাংস্কৃতিক ইতিহাস সনাক্তকরণ, নথিভুক্তকরণ ও সংরক্ষণ' শীর্ষক থিমের উপর আনুষ্ঠানিক সভা, আলোচনা ও উপস্থাপনা, গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক অন্যান্য কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এবছর IVLP প্রোগ্রাম বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং দলটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত

ইউএস ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল

প্রথমার্ধটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক ও বিষয়ে আলোচনার জন্য নির্ধারিত ছিল এবং দ্বিতীয়ার্ধটি ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান পরিদর্শনের জন্য বরাদ্দ ছিল।

উপসংহারে বলতে হয় এটি ছিল বিশ্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, আর্কাইভাল উপকরণ সংরক্ষণ, ঐতিহাসিক স্থাপনা, জাদুঘর প্রদর্শনী কিউরেট করার উদ্ভাবনী কৌশল এবং গবেষণার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও সাম্প্রতিক উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত সমাধান নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনার একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম। অন্যদিকে আমাদের নিজস্ব প্রকল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা এখানে মূর্ত হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান

জাহানারা ইমাম

অতীতে সম্মানজনক IVLP প্রোগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমামসহ বিশ্বের অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন।

এছাড়া পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দুজন সম্মানিত ট্রাস্টি আলী যাকের এবং আসাদুজ্জামান নূরও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাই 'মুজিব শতবর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'তে আমেনা খাতুনের এই মনোনয়ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক মহাকাব্য! স্বাধীনতা পরবর্তী নাট্য আন্দোলন এক অপার বিস্ময়!

'নাট্যের সমাজতত্ত্ব' কোর্সের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ ও নাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার লক্ষ্যে ও প্রশ্ন করার লক্ষ্যে আজ দিনব্যাপী আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ছিলাম। লক্ষ্য ছিল, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাস সচেতন ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র নির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' এবং 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নাট্য-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি' বিষয়ে বোঝাপড়া।

লেখক মফিদুল হক ও নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে দুইপর্বে দুইজন তাঁদের স্মৃতিকথা ও বক্তৃতা দিয়ে নাট্য শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করেছেন। জাদুঘরে ভিডিও ডকুমেন্টেশন এবং মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন স্মারক দেখার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের অদেখা ভূবনকে গভীরভাবে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। আজকের বৃষ্টিস্নাত দিনটি যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!

এমন উদ্যোগ আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদের প্রতি- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ, লেখক মফিদুল হক ও নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার- আমাদের প্রণতি গ্রহণ করুন।

ড. সুদীপ চক্রবর্তী
সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official